ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আসন্ন কপ ২২ মারাকেশ সম্মেলনে বাংলাদেশের অবস্থান বিষয়ক সুপারিশঃ
চাই জলবায়ু অর্থায়নে উন্নত দেশের প্রতিশ্রুত ক্ষতিপূরণ, জিসিএফ সহ অভিযোজন তহবিলে বাংলাদেশের অভিগম্যতা এবং তা ব্যবহারে অংশীজনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

২০১৫ এর ১২ ডিসেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি)'র কপ (Conference of the Parties-COP) এর ২১ তম সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যারিস চুক্তি গৃহীত হয়। ২০১৬ সালের ৪ নভেম্বর হতে এ চুক্তি কার্যকর হওয়ার কথা। এ প্রেক্ষিতে আগামী ৭-১৮ নভেম্বরে মরক্কোর মারাকাশে অনুষ্ঠিতব্য কপ ২২ সম্মেলনে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের রূপরেখা প্রণয়নে আলোচনা করার কথা।

প্যারিস চুক্তিতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর অভিযোজন বাবদ শিল্পোন্নত দেশসমূহের সরকারি উৎস হতে অনুদান প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। তবে, বাংলাদেশ সহ দ্বীপ রাষ্ট্র গুলোর জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে প্রতিশ্রুত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি, উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অভিযোজন তহবিল সংগ্রহ এবং তার ব্যবহারে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে টিআইবি সহ বৈশ্বিক নাগরিক সমাজ কপ ২১ সম্মেলনে যে আবেদন জানিয়েছিলো কার্যত তা কৌশলে উপেক্ষা করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে টিআইবি প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের চারটি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেছে।

১) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় শিল্পোন্নত দেশগুলোর দায়

- প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী, শিল্পোন্নত দেশগুলো দ্রুত গ্রীনহউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলেও তা বাস্তবায়নের সময়সীমা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি।
- ১৯৯২ সালে রিও সম্মেলনে উন্নত দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায় স্বীকার করে তা মোকাবেলায় উন্নয়নশীল দেশসমূহকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রয়োজনীয় তহবিল প্রদানের যে অঙ্গীকার করেছিল ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তিতে তারা তা সুস্পষ্টভাবে ভঙ্গ করেছে[১]। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত উন্নয়নশীল দেশসমূহ উন্নত দেশসমূহ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রতিশ্রুত অনুদান পাওয়ার অধিকার হতে বঞ্চিত হবে।
- প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে পক্ষগুলোর আইনি বাধ্যতা থাকার বৈশ্বিক চাহিদা থাকলেও চুক্তি বাস্তবায়নে তা নিশ্চিত করা হয়নি[২]; চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার কথা বলা হলেও তা ঐচ্ছিক এবং আইনি বাধ্যবাধকতাহীন।

২) জলবায়ু অর্থায়নের সংজ্ঞা এবং দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু অর্থায়ন

- প্যারিস চুক্তিতে জলবায়ু অর্থায়নের সর্বসম্মত সংজ্ঞা নির্ধারণ না করায় উন্নত দেশসমূহ যখন জলবায়ু অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তা পরিস্কার নয় যে, এটা উন্নয়ন সহায়তার 'অতিরিক্ত' এবং 'নতুন' প্রতিশ্রুতি, অনুদান কিংবা ঋণ হবে কিনা। এ অস্পষ্টতা আরো বৃদ্ধি পায় যখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন জলবায়ু অর্থায়নের নামে ১০ বিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে মাত্র ২৭% নতুন এবং ১৭% উন্নয়ন সহায়তার অতিরিক্ত এবং একইভাবে যুক্তরাষ্ট্র ৭.৫ বিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতির বিপরীতে নতুন মাত্র ২.৯ বিলিয়ন ডলার প্রদান করে[৩]।
- ইউএনএফসিসি এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত উন্নয়নশীল দেশসমূহের অভিযোজন ব্যয় মেটানোর জন্য উন্নত দেশসমূহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয় (অনুচ্ছেদ ৪.৪)। ২০০৯ সালে কোপেনহেগেন চুক্তির আওতায় শিল্পোন্নত দেশসমূহ ২০১০-১২ সময়কালে ৩০ বিলিয়ন ডলার এবং ২০২০ সাল নাগাদ উন্নয়ন সহায়তার 'অতিরিক্ত' এবং 'নতুন' হিসেবে প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার যা প্যারিস চুক্তির আওতায় ২০২৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত রাখার কথা বলা হলেও বাস্তবে, শিল্পোন্নত দেশগুলো (২০১০ সাল হতে ২০১৬ এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) মাত্র ৩৬.৪৬ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতির বিপরীতে ৪২ শতাংশ তহবিল ছাড় করেছে[৪]।
- প্যারিস চুক্তিতে জলবায়ু অভিযোজনে সরকারি এবং অনুদান-ভিত্তিক সম্পদের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনার কথা বলা হলেও উন্নত দেশসমূহ বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে অভিযোজন তহবিলের পরিমাণ, তহবিলের উৎস (সরকারি বা ব্যাক্তি খাত) এবং প্রদত্ত তহবিলের ধরন (অনুদান বা ঋণ) সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট এবং সময়-নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

- দুষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ হিসেবে ক্ষতির শিকার উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলো অভিযোজন তহবিল হিসাবে শুধুমাত্র অনুদান পাওয়ার কথা থাকলেও প্যারিস চুক্তিতে ঋণকেও অর্থায়নের উৎস হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য, স্বল্পোন্নত ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহ জিসিএফ এর বিভিন্ন মানদন্ড নিশ্চিত করে সরাসরি তহবিল সংগ্রহে সক্ষম না হওয়ায় জলবায়ু তহবিলকে লাভজনক বিনিয়োগ বা ব্যবসার সুযোগ হিসাবে ব্যাবহার করতে জিসিএফ হতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের প্রকল্প অনুমোদন এবং তা ব্যবস্থাপনায় এডিবি, বিশ্ব ব্যাংক ও ডয়েচ ব্যাংক সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত হয়েছে, যা অনৈতিক এবং প্রতিশ্রুতির লংঘন। সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ২ বিলিয়ন ডলার ঋণ প্রদানের প্রস্তাব করেছে। যদি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সহায়তা প্রদানে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অভিপ্রায় থাকে, তাহলে বাংলাদেশের ওপর অধিকতর ঋণের ভার ও বোঝা চাপানো থেকে তাদের বিরত থাকতে হবে। বরং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী শিল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুত অর্থ বাংলাদেশ যেন দ্রুত পেতে পারে এবং সবুজ জলবায়ু তহবিলের ন্যায় সূত্র থেকে অনুদান প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের অভিগম্যতাকে সহজতর করার ক্ষেত্রে তার সম্ভাব্য সামর্থ্য এবং দক্ষতার সদ্ব্যবহার করলে তারা ভালো করবে।
- এটা উদ্বেগের বিষয় যে, প্রতি বছর জাতীয় বাজেট থেকে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (বিসিসিটিএফ) এ তহবিল বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমেই কমছে এবং ২০১৩ সাল হতে শিল্পোন্নত দেশসমূহ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিয়েন্স তহবিল (বিসিসিআরএফ) এ নতুন কোনো অর্থায়ন করেনি। জিসিএফ হতে যে প্রকল্পটি ২০১৫ সালে বাংলাদেশকে অনুমোদন করা হয়েছে সে তহবিল এখনো ছাড় করা হয়নি। এর বাইরে এ পর্যন্ত জলবায়ু অভিযোজন বাবদ যে তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে তার মধ্যে প্রধান উৎস হলো আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ (যেমন, পিপিসিআর তহবিল), যা বাংলাদেশের মতো ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। এ প্রেক্ষিতে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

৩) প্যারিস চুক্তিতে স্বচ্ছতা কাঠামো

প্যারিস চুক্তিতে পক্ষগুলোকে স্বেচ্ছায় টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশগত শুদ্ধাচার, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং একই পরিমাণ প্রদত্ত তহবিলে একাধিকবার গণণা পরিহার করতে কার্যকর হিসাবরক্ষণ নিশ্চিত করতে একটি 'স্বচ্ছতা কাঠামো' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সকল পক্ষের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সমন্বিতভাবে আসন্ন কপ২২ সম্মেলনে 'স্বচ্ছতা কাঠামো' সংক্রান্ত প্রায়োগিক রূপরেখা উপস্থাপন করবে, এ প্রত্যাশা টিআইবি'র।

৪) জিসিএফ সংগ্রহ এবং তার ব্যবহারে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং নাগরিক অংশগ্রহণ

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জিসিএফ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার কথা থাকলেও স্বল্পোন্নত/উন্নয়নশীল দেশসমূহ আর্থিক, পরিবেশগত, সামাজিক, প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং নাগরিক অংশগ্রহণ সংক্রান্ত মানদন্ড নিশ্চিতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ গুলো হলো, সম্ভাব্য জাতীয় বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (এনআইই) সমূহের স্বায়ত্তশাসন এবং প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, পরিবেশ এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা, আর্থিক মানদন্ড অর্জনে নিরীক্ষা (অভ্যন্তরীন এবং বাহ্যিক), তদারকি এবং মূল্যায়নে নিরপেক্ষতা, প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন তদারকিতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, অভিযোগ প্রদান ব্যবস্থা। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৫ এ এনআইই হিসাবে অনুমোদন পেতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাই ক্ষতিগ্রস্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহ পরিকল্পিত অভিযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন জিসিএফ হতে যথাসময়ে ও সহজে যেন পেতে পারে সেজন্য বাংলাদেশ সরকারকে অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের সাথে সমন্বয় করে আসন্ন কপ ২২ সম্মেলনে জোর দাবি তুলতে হবে। এ দাবির পক্ষে চাহিদা জোরদারে নাগরিক সমাজকেও অন্তর্ভুক্ত করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিৎ।

কপ ২২ সম্মেলনে বাংলাদেশের অবস্থান বিষয়ক সুপারিশ

প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের উল্লিখিত ৪টি প্রধান চ্যালেঞ্জের আলোকে আসন্ন কপ ২২ সম্মেলনে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের স্বার্থ রক্ষার্থে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের পথনকশা প্রণয়নে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে টিআইবি নিম্নের সুপারিশগুলো বিবেচনার জোরালো আবেদন জানাচ্ছে-

(ক) বৈশ্বিক

১. দারিদ্র্য হ্রাসে উন্নয়ন তহবিলের বরাদ্দ অব্যাহত রাখা এবং উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক প্রতিশ্রুত পৃথক ও অতিরিক্ত জলবায়ু তহবিল প্রদানে একটি সময়াবদ্ধ রূপরেখা প্রণয়ন এবং বিশ্বাসযোগ্য বাস্তবায়ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করা

২. প্যারিস চুক্তির আওতায় জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে কপ-২২ সম্মেলনে বাংলাদেশ কর্তৃক নীচের দাবীগুলো জোরালোভাবে উপস্থাপন করতে টিআইবি'র পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হচ্ছেঃ

   - 'দূষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান' নীতি বিবেচনা করে ঋণ নয়, শুধু সরকারি অনুদান, যা উন্নয়ন সহায়তার 'অতিরিক্ত' এবং 'নতুন' প্রতিশ্রুতি হবে, কে স্বীকৃতি দিয়ে জলবায়ু অর্থায়নের সংজ্ঞায়ন করতে হবে;

- নির্দিষ্ট, সময়-ভিত্তিক ও অভিযোজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে তহবিল বরাদ্দে উন্নয়নশীল দেশসমূহে চাহিদাভিত্তিক পথনকশা (২০১৭-২০৩০) প্রণয়ন করতে হবে;
- প্যারিস চুক্তিতে প্রস্তাবিত 'স্বচ্ছতা কাঠামো'তে শিল্পোন্নত দেশ কর্তৃক গৃহিতব্য জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত কার্যক্রমে বিশেষকরে জলবায়ু অর্থায়নে স্বপ্রণোদিত তথ্যের উন্মুক্ততা, জবাবদিহিতা, নাগরিক অংশগ্রহণ এবং শুদ্ধাচার চর্চার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- জিসিএফ হতে ক্ষতিগ্রস্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহের পরিকল্পিত অভিযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল যথাসময়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহজে পেতে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সাথে সমন্বিতভাবে দাবি উপস্থাপন করতে হবে; এবং
- জলবায়ু-তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসন, কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিতে জিসিএফ এবং অভিযোজন তহবিল থেকে বিশেষ তহবিল বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

৩. জিসিএফ হতে সরাসরি তহবিল গ্রহণে এক বা একাধিক জাতীয় বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (এনআইই) নির্ধারনে জিসিএফ সচিবালয় হতে বাংলাদেশ সহ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর সক্ষমতা অর্জনে সুস্পষ্ট ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(খ) জাতীয়ঃ উল্লিখিত আন্তর্জাতিক উদ্যোগের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সরকার এবং অংশীজনের বিবেচনার জন্য টিআইবি নিম্নলিখিত সুপারিশ করছে-

৪. প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল নির্ধারণে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণের লক্ষ্যে নাগরিক সমাজ ও বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় পর্যায়ে ধারাবাহিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;

৫. এলাকা-ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যাচাই এবং প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে চাহিদা অনুযায়ী (দীর্ঘ, মধ্য এবং স্বল্প মেয়াদী) উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের সরকারি উৎস হতে অনুদানকে অগ্রাধিকার দিয়ে ২০৩০ পর্যন্ত অর্থায়নের রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে;

৬. জিসিএফ হতে সরাসরি তহবিল সংগ্রহে সম্ভাব্য জাতীয় বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (এনআইই) কে জিসিএফ নির্ধারিত মানদন্ড অর্জনের মাধ্যমে সরাসরি তহবিলে সংগ্রহে নিম্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে-
   - অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে জিসিএফ সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য নির্দিষ্ট বিভাগ প্রতিষ্ঠা;
   - সম্ভাব্য এনআইই এর দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় নীতি এবং কার্যপদ্ধতি সংস্কার এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিসিসিটিএফ থেকে প্রাপ্ত সহায়তার সুযোগ সৃষ্টি করা;
   - সংশ্লিষ্ট কর্মীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট করা ও কার্যকর করা;
   - পরিবেশ এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন এবং ক্ষেত্রবিশেষে তার সংস্কার করা;
   - বৈশ্বিক আর্থিক মানদন্ড অর্জনে নিরীক্ষা, তদারকি এবং মূল্যায়নে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা;
   - প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছ হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি নিশ্চিতে বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত অ্যাকাউন্টিং সফটওয়ার ব্যবহার করা;
   - আইএমইডি'র উদ্যোগে এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী কর্তৃক প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন তদারকি এবং কার্যকরভাবে সহজে অভিযোগ প্রদান এবং তার সুরাহার সুযোগ নিশ্চিত হয়; এবং
   - প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের সাথে সমন্বিতভাবে সামাজিক জবাবদিহিতা সংক্রান্ত টুলস (যেমন, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ সহ তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর প্রয়োগ, গণশুনানি, সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন, সামাজিক অডিট ইত্যাদি) প্রয়োগ করা।

৭. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং আদিবাসীদের ব্যাপক ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে সকল অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে জাতীয়ভাবে একটি সমন্বিত কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করতে হবে;

৮. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ন্যূনতম পর্যায়ে পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ এ প্রয়োজনীয় তহবিল বরাদ্দ অব্যাহত রাখতে হবে; এবং

৯. জলবায়ু অর্থায়নে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতে জলবায়ু তহবিল এর আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সকল প্রকার আর্থিক লেনদেনের প্রতিবেদন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করতে হবে; এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা সহ সুশাসন নিশ্চিত করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে যে বাংলাদেশ এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ মানদন্ড অনুসরণে প্রশংসনীয়ভাবে সক্ষম।

1 "Agrees that Article 8 of the Agreement does not involve or provide a basis for any liability or compensation"- Para 52, COP21 Decision on Paris Agreement

2 যদি প্যারিস চুক্তির আইনী বাধ্যতার পাশাপাশি বিতর্কিত বিষয়সমূহের সমাধান থাকতো জলবায়ু ন্যায্যতা বিবেচনায় চুক্তিটি প্রকৃত চুক্তি বলে বিবেচিত হতো (বরার্টস, ২০১৬) http://www.dhakatribune.com/feature/2016/jan/11/lack-directives-financing-weakened-paris-agreement

3 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/09/global_20160921_climate_finance.pdf

4 ক্লাইমেটফান্ডসআপডেট হতে ২০ অক্টোবর সংগৃহীত